সংবাদ

23 AUG 2016

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কালো দিবস আজ

বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা পরিবেশক

আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কালো দিবস। ২০০৭ সালের ২৩ আগস্টে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের গ্রেফতার, নির্যাতন করে তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সেনা সদস্যরা। ওই বছর ২০ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে আন্তঃবিভাগ ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। পাশেই ছিল অস্থায়ী সেনা ক্যাম্প। খেলা দেখার সময় তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছাত্র ও সেনাসদস্যদের মধ্যে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। এতে কিছু ছাত্রকে ধরে সেনাক্যাম্পে নিয়ে ব্যাপক নির্যাতন করা হয়। উপস্থিত ছাত্ররা তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ শুরু করে। পুরো ক্যাম্পাসে ঘটনা জানাজানি হলে ছাত্ররা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল বের করে। এতে পুলিশ ও সেনা সদস্যরা ছাত্রদের মিছিলের ওপর হামলা চালায়। পরদিন ২১ আগস্ট বিক্ষোভ চলে সারাদিন। এ বিক্ষোভ সারাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। সারাদেশে শুরু হয় 'সেনা হটাও' ছাত্র আন্দোলন। পরদিন ২২

কালো : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৪

কালো : দিবস

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

আগস্ট সন্ধ্যায় দেশের বড় পাঁচটি শহরে কারফিউ জারি করা হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়।

ছাত্রদের দুর্ভোগ বেড়ে যায় আরও বহুগুণে। রাস্তাঘাট, বাসস্ট্যান্ড, লঞ্চঘাটগুলোতে ছাত্রদের আইডি কার্ড চেক করে নির্যাতন করে পুলিশ। এদিকে ছাত্র বিক্ষোভের মুখে কেন্দ্রীয় খেলার মাঠের অস্থায়ী ক্যাম্প গুটিয়ে নেয়া হলেও ২৩ আগস্ট রাতের বেলায় শিক্ষকদের কোয়ার্টার থেকে চোখ বেঁধে শিক্ষকদের আটক করে অজানা স্থানে নিয়ে ব্যাপক নির্যাতন চালায় স্বৈরাচারীরা। পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের চারজন শিক্ষক ও ৭ জন ছাত্রকে গ্রেফতার করে। সারাদেশে ৮২ হাজার ছাত্রকে আসামি করে মামলা করে। এ ঘটনায় তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিচারপতি হাবিবুর রহমানকে প্রধান করে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে।

পরবর্তী বছর থেকে প্রতি বছরই দিবসটিকে কালো দিবস হিসেবে পালন করে আসছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার। এবছরও বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'কালো দিবস' পালন করা হবে। কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও ছাত্রছাত্রীদের কালো ব্যাজ ধারণ এবং সকাল সাড়ে ১১টায় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা।